তারিখ ... 17.6.78 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 1 ... কলাম ... 4 ... ...

নওয়াব খাজা আহসান উল্লাহর ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর কনিষ্ঠ পুত্র নওয়াবজাদা খাজা আহসানউল্লাহ গতকাল রাত নয়টায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নওয়াব খাজা আহসানউল্লাহ হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত রোববার বিকেল তিনটায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। গতকাল শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি হাসপাতালে প্রফেসর এম টি হোসেনের চিকিৎসাধীনে ছিলেন।

নওয়াব খাজা আহসান উল্লাহ মৃত্যুকালে দুই স্ত্রী, তিন পুত্র, তিন কন্যা, অসংখ্য আত্মীয়স্বজন এবং দেশ-বিদেশে অগণিত বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মৃত্যুর পর রাত পৌনে দশটায় মরহুমের মৃতদেহ তাঁর শাহবাগস্থ বাসভবন 'টুইন হাউজে' এনে রাখা হয়েছে। মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজধানীর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শুভানুধ্যায়ীরা টুইন হাউজে এসে মরহুমের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আজ বিকেলে ঢাকার নওয়াব পরিবারের বেগম বাজারস্থ পারিবারিক গোরস্তানে নওয়াব সলিমুল্লাহর মাজারের পাশে মরহুমকে সমাধিস্থ করা হবে। জোহরের নামাজের পর শাহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হবে নামাজে জানাজা।

ইত্তেফাক

(১ম পৃঃ পর)

নওয়াব পরিবারের সদস্য ছাড়াও মরহুম নওয়াব খাজা আহসানউল্লাহর বড় পরিচয় ছিল তিনি একজন রাজনীতিবিদ। মজলুম জননেতা মরহুম মওলানা ভাসানীর অনুপ্রেরণায় খাজা আহসানউল্লাহ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করেন। ঐ বছরই তিনি ন্যাপের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন থেকেই তিনি ন্যাপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অবদান রাখতে শুরু করেন। ১৯৭৭ সালের ২৩শে মার্চ নওয়াব খাজা আহসানউল্লাহ ন্যাপের ভাইস চেয়ারম্যান হন।